(৩) নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity) ঃ যদি প্রত্যক্ষগোচর কতকগুলি বিষয় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিভাত হয়, তাহলে সেগুলি দলবদ্ধভাবে এক সমগ্ররূপে আমাদের চোখের সামনে হাজির হয়।

৬নং চিত্রে বিন্দুগুলিকে বিভিন্ন রেখার মধ্যে পরস্পর সংযুক্ত করে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারি। অবশ্যই এই প্রত্যক্ষের মধ্যে রেখাচিত্রের সমগ্র রূপটি ফুটে ওঠে।

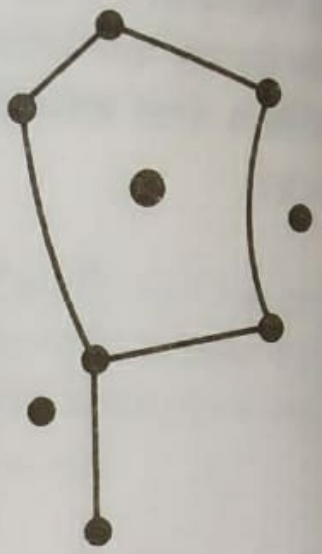

৬নং চিত্র

(৪) অন্তর্ভুক্তি (Inclusiveness) ঃ যে নক্সা সব অংশকেই নিজের মধ্যে 'অন্তর্বেষ্টন' করে রাখে তা স্বাভাবিকভাবে এক সংগঠনরূপে আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়। আর যে নক্সা সব অংশকে অন্তর্বেষ্টন করে না বরং কিছু অংশকে দলের বাইরে রাখে, তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। নিচের ৭নং চিত্রে এ বিষয়ে প্রদর্শিত হল।

৭নং চিত্র

(৫) প্রতিসাম্য (Symmetry) ঃ কোন রেখাঙ্কনে বা নক্সায় চিত্রের অংশগুলি যদি প্রতিসাম্যের মধ্যে গ্রন্থিত না হয়, তাহলে সেগুলি মূর্তিরূপে বিবেচিত হয় না। নক্সায় চোখ, নাক, ঠোঁট প্রভৃতি যদি সঙ্গতিহীনভাবে যেখানে সেখানে দেখানো হয়, তাহলে সেখানে মূর্তি হিসাবে তা গ্রাহ্য হয় না।

৮নং চিত্র ঃ প্রতিসাম্য

৯নং চিত্র ঃ অপ্রতিসাম্য

❑ **সংক্ষেপে গেস্টাল্ট প্রত্যক্ষের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হল ঃ**

(ক) প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা বস্তুকে 'সমগ্র' বা 'একক' হিসাবে প্রত্যক্ষ করি।

(খ) 'সমগ্র'ই তার 'অংশ' গুলিকে নির্ধারণ করে।

(গ) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র সুসংবদ্ধ।

(ঘ) বস্তু সমগ্র হিসাবে প্রত্যক্ষিত হয়, পরে তার অংশের দিকে দৃষ্টি ধাবিত হয়।

(ঙ) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ভগ্নতা পূরণ করা হয়।

(চ) অসম্পূর্ণতা, অসাম্যতা থাকলে তা গ্রাহ্য করা হয় না।

পটভূমির পরিবর্তনের সঙ্গে মূর্তিরও পরিবর্তন ঘটে। তবে মূর্তি ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশি স্পষ্ট, সুসংবদ্ধ, সজীব ও বাস্তব। সহজে মূর্তি পরিবর্তিত হয় না। প্রত্যক্ষ গোচর মূর্তিকে আমরা সমগ্র একক হিসাবে দেখি। যেহেতু মূর্তির মধ্যেই বস্তু-বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাই মূর্তি ক্ষেত্র থেকেও বেশি আমাদের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম। কুর্ট লেউইন (Kurt Lewin) বলেছেন শুধু বাইরের কোন বস্তুই নয়, মানসিক আকাঙ্ক্ষাও মূর্তিরূপে প্রাকৃতিক, সামাজিক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

❑ ভগ্নতা পরিপূরণ

গেস্টাল্টবাদীদের মতে, আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের মন নিবদ্ধ থাকে বস্তুর সামগ্রিক প্রতিকৃতির উপর। তখন দেখা বস্তুর মধ্যে যদি কোন অসম্পূর্ণতা বা ভগ্নতা থাকে, মন কল্পনায় সেই ভগ্নতা বা ফাঁক পূরণ করে বস্তুটিকে একটি সমগ্র একক হিসাবে প্রত্যক্ষ করে। একে বলা হয় "শূন্যস্থান বা ব্যবধানপূরণ বা ভগ্নতা পরিপূরণ (Closure)।"

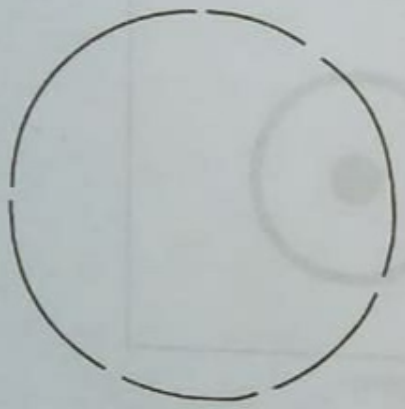

২নং চিত্র

৩নং চিত্র

উপরের ২নং চিত্রে একটি বৃত্ত আঁকা আছে। বৃত্তটি সমগ্রভাবে আমাদের প্রত্যক্ষে ধরা পড়লেও বৃত্তটির মাঝে মাঝে ভগ্নতা আছে। ৩নং চিত্রে একটি আর্ট-করা ফুলদানি দেখা যাচ্ছে। ফুলদানিটি সমগ্র বা একক হিসাবে দেখা গেলেও শিল্পীর বর্ণরেখার মাঝে মাঝে ভগ্নতা বা শূন্যতা লক্ষ্য করা যায়। উভয়ক্ষেত্রেই আমরা 'ভগ্নতা' বা 'ফাঁক' পূরণ করেই চিত্র দুটিকে একক চিত্র হিসাবে প্রত্যক্ষ করছি। গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন আমাদের যে কোন অভিজ্ঞতাই একটি নিটোল সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হতে চায়। সেক্ষেত্রে ফাঁক থাকলেও আমাদের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা সেই ফাঁক পূরণ করে দেয়। কোন মূর্তির মধ্যে ভগ্নতা থাকলেও আমরা ভগ্নতা পূরণ করে 'টোটেল' (total)) বা সামগ্রিক মূর্তিটিকে দেখার চেষ্টা করি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মূর্তির এই সংগঠনিক স্থায়ী রূপ লক্ষ্য করার প্রবণতাকে গেস্টাল্টবাদীদের ভাষায় বলা হয় "প্রাগন্যানজ" (Pragnanz) "শূন্যস্থানের পূরণ বা ভগ্নতা পরিপূরণের নিয়ম।"

❑ উদ্দীপকগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

গেস্টাল্টবাদীদের মতে, বিষয়বস্তুগুলিকে ক্ষেত্র ও মূর্তিতে সংগঠিত রূপে প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা উদ্দীপকসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে লক্ষ্য করি। সম্পর্কগুলির বৈশিষ্ট্য পাঁচ প্রকার, যথা—**(১) নৈকট্য (Proximity), (২) সাদৃশ্য (Similarity), (৩) নিরবচ্ছিন্নতা (Continuity), (৪) অন্তর্ভুক্তি (Inclusiveness) এবং (৫) প্রতিসাম্য (Symmetry)।**

গেস্টাল্ট মনোবিদ্যার একটি যথাযোগ্য প্রমাণ হল বের্থাইমার পরীক্ষিত 'ফাই বিষয়' (Phi-phenomenon)। ধরা যাক্ কোন প্রেক্ষাপটে দুটি বিন্দুর অবস্থান। এই দুটি বিন্দুকে আগে—পরের বিন্যাসে আলোকিত করা হল। ব্যবধান ০৬ সেকেণ্ড। দেখা যাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে গতিশীল একটি আলোর বিন্দু, দুটি আলোর বিন্দু দেখা যায় না। সমগ্রতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী গতি প্রত্যক্ষের ব্যাপারেও প্রযুক্ত হয়।

❑ ক্ষেত্র ও মূর্তি

গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণ প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পটভূমি বা ক্ষেত্র (ground) ও মূর্তি (Figure) উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। যখন আমরা কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা এক বিশেষ ক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে একটি মূর্তি হিসাবে প্রত্যক্ষ করি। ক্ষেত্রটি পরিবর্তিত হলে মূর্তিটিরও পরিবর্তন ঘটে।

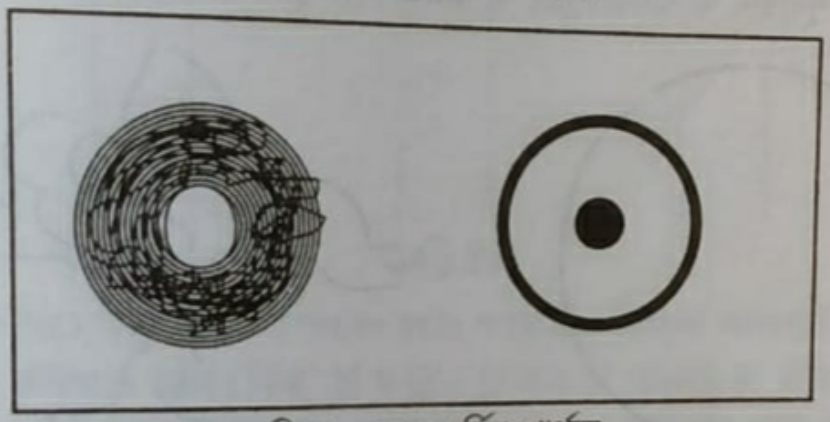

১নং চিত্র ঃ ক্ষেত্র মূর্তির পার্থক্য অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন

উপরের চিত্রটির মধ্যে দুটি একই আকারের বৃত্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ভূমির প্রেক্ষিতে দুটি চিত্রের রূপ ভিন্নভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন, প্রত্যক্ষগোচর নির্দিষ্ট বস্তু কোন বিশেষ ক্ষেত্রের পটভূমিকায় মূর্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়—যেমন, চাঁদ আকাশের পটভূমিতে, কোন ছবি দেওয়ালের গায়ে, কোন তুলিতে আঁকা রঙ-রূপ কাগজের প্রেক্ষাপটে ফুটে ওঠে। আকাশে ঘনকালো মেঘের পটে সাদা বকের সারি দিয়ে ওড়া চিত্রার্পিত সৌন্দর্যের মূর্তিকে অনুপম লাবণ্যে ভরে দেয়। সবুজ বনানীকে পিছনে রেখে তার সামনে দাঁড়ানো যে কোন ব্যক্তির ছবি ভালোভাবে ধরা পড়ে। মরুভূমির বুকে চলমান উট যেন যুগ থেকে যুগান্তরে এগিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্যের প্রতীক। রঙ বেরঙের ফুলের মেলা সমগ্রতার মূর্তি হয়ে প্রতিভাত হয় বাগানের অন্দরে, প্রকৃতির পটভূমিতে। কালো ব্ল্যাকবোর্ডে সাদা চকের রেখাঙ্কন বর্ণময়, রূপময় হয়ে ওঠে। নীল সমুদ্রের ঢেউ-এর উতরোল-কলরোলে নৌকোর উথালি-পাথালি ক্ষেত্রের আঙিনায় আপন বৈশিষ্ট্যে মূর্ত ও উজ্জ্বল। আমরা কোন না কোন পটভূমিতে বস্তুসমূহকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। এমনকি শিশুরাও তাদের অভিজ্ঞতায় বিশেষ ক্ষেত্রে কোন মূর্তি প্রত্যক্ষ করে। পূর্ব শিক্ষা ছাড়াই শিশুদের সামগ্রিক সংগঠনের চেতনা জাগে। মনোবিদ্ জেমস (James) যে বলেছেন শিশুর চেতনা তালগোল পাকানো অস্পষ্ট চেতনা (a big blooming, buzzing, confusion) ;— গেস্টাল্টবাদীরা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, শিশুর চেতনা এরূপ নয় বরং তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সামগ্রিক রূপে একটি বিশেষ মূর্তি পরিদৃষ্ট হয়।

(১) নৈকট্য (Proximity) ঃ যে সব উদ্দীপক কাছাকাছি থাকে তারা পরস্পরভাবে মিলিত হয়ে একটা দল বা নির্দিষ্ট রূপ গঠন করে। যেমন আকাশে ভাসমান মেঘগুলি কাছাকাছি হলে কতকগুলিকে 'পেঁজা তুলোর মত' বা 'হাতির মত' বা 'কোদালে-কুড়ুলে' কেটে যাওয়া মাটির মত মনে হয়। আবার কাগজের উপর এক একটি লম্বা লাইন টানলে কাছের লাইনগুলি সুনির্দিষ্ট ও দূরের লাইন যেমন, একের থেকে তিন, দুই-এর থেকে পাঁচের লাইন অনির্দিষ্ট মনে হয়।

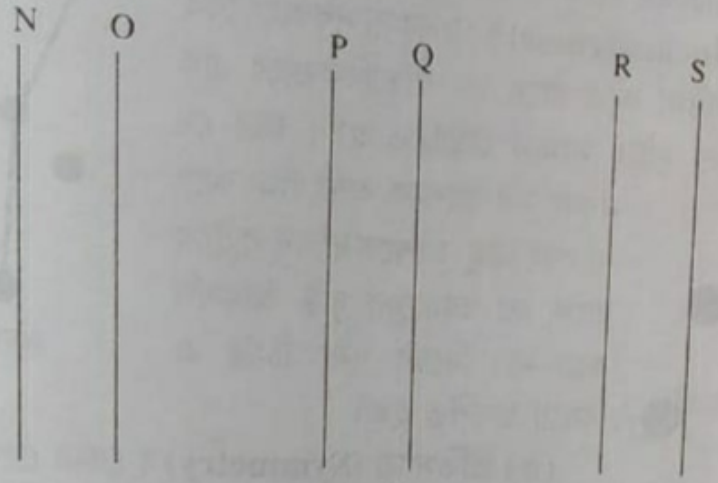

৪নং চিত্র

এই চিত্রে NO, PQ, RS পরস্পরের কাছে আছে বলে আলাদা আলাদা তিনটি 'Pair' বা 'জোড়' রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু 'N ও Q', 'O এবং S' 'P এবং R' একে অপরটি থেকে দূরে থাকায় কখনই মিলিতভাবে এক জোড় হিসাবে একক প্রতিভাত হচ্ছে না।

(২) সাদৃশ্য (Similarity) ঃ যে সমস্ত বস্তু পরস্পর সদৃশ তারা একটা দল গঠন করে এবং তাদের আমরা দলবদ্ধভাবে প্রত্যক্ষ করি।

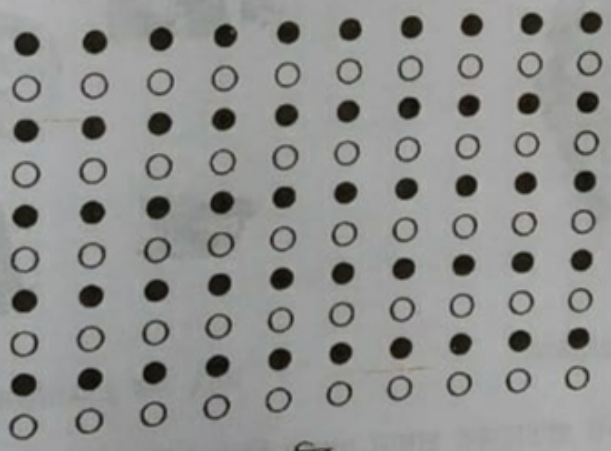

৫নং চিত্র

৫নং চিত্রে কতকগুলি বিন্দু সাজানো। কতকগুলি বিন্দু বিশেষত উপরের লাইন ধরে ক্রমশ বামদিক থেকে ডানদিকে লক্ষ্য করলে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম লাইনের বিন্দুগুলি ঘন বা ভরাট। আবার কতকগুলি বিন্দু যেমন দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম লাইনের বিন্দুগুলির ভিতরে ফাঁক রয়েছে। যেকোন দিক থেকে দুটি বিন্দুর দূরত্ব সমান সমান। বিন্দুগুলির সাদৃশ্যের জন্যই বামদিক থেকে ডানদিকে প্রসারিত বিন্দুগুলিকে একই সরলেখায় অবস্থিত মনে হচ্ছে।

এবং এই প্রকার সংবেদন অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায় না।

৫। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্ট মতবাদ (The Gestalt Theory of Perception) ঃ

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানী 'সমগ্র প্রত্যক্ষবাদ' বিষয়ে আলোড়ন তোলেন, যাঁরা গেস্টাল্টবাদী (Gestaltists) নামে পরিচিত। কোহ্লার (Kohler), কফ্কা (Koffka) ও বের্থাইমার (Wertheimer) এই তিনজন মহাপ্রাজ্ঞ এই মতবাদের স্রষ্টা। এঁদের মতে, জ্ঞানের প্রধান ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ, যা বাস্তব ও মূর্ত। প্রত্যক্ষই জ্ঞানের সরলতম উপাদান এবং এক্ষেত্রে সংবেদনের ভূমিকা নেই। আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন বস্তুটি আমাদের কাছে সমগ্ররূপে উদ্ভাসিত হয়, আংশিক বা খণ্ডরূপে নয়। প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সাংগঠনিক রূপরেখা নয়, একক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা। সমস্ত জ্ঞানের মূল একক (Unit) হল প্রত্যক্ষ।

গেস্টাল্ট (Gestalt) কথাটির যথার্থ ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। এটি একটি জার্মান শব্দ। 'গেস্টাল্ট' কথাটির অর্থ হল 'নক্শা' (Pattern), 'আকার' (form), 'সামগ্রিক রূপ বা সংগঠন' (configuration or structure)।

অনুষঙ্গবাদ (Associationism)-এর বিরোধিতা করে গেস্টাল্টবাদীরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন। ভুণ্ডট (Wundt), টিচেনার (Titcehner) প্রমুখ মনোবিদগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন মৌলিক সংবেদন হল প্রত্যক্ষের উপাদান। আর এই বিচ্ছিন্ন সংবেদনের অনুষঙ্গের ফলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব হয়। এই সব সংবেদনগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এক জটিল মানসিক অবস্থা গঠন করে। গেস্টাল্টবাদীরা অনুষঙ্গবাদীদের ধারণাকে নস্যাৎ করে বলেন যে, মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই যেহেতু 'সংগঠন' বা 'সমগ্রতা', তাই মানস-প্রক্রিয়াকে খণ্ড খণ্ড উপাদানে বিশ্লেষিত করলে তার প্রকৃত রূপ আমরা জানতে পারি না। একটা পাকাবাড়ি বালি, ইঁট, সিমেণ্ট, মার্বেল, প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন উপাদানের সাহায্যে গড়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ কিন্তু ঐ রকম বিভিন্ন সংবেদনের সহযোগে গড়ে ওঠে না। প্রত্যক্ষের বিষয় সব ক্ষেত্রেই একটা নিটোল বা সমগ্র রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। আমরা যখন কোন বটগাছ দেখি, তখন বটগাছের সমগ্র রূপটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, গাছটির শাখা-প্রশাখা, কাণ্ড, পাতা এই রকম বিচ্ছিন্নভাবে চোখের সামনে ধরা পড়ে না। বই পড়ার সময় আমরা কোন শব্দকে বিভিন্ন অক্ষরের সমন্বয় হিসাবে পড়তে থাকি না। আমাদের মানসিক প্রক্রিয়া এমনই যে, অংশ বা খণ্ডের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমরা সামগ্রিকতার দিকেই নজর দিই। গেস্টাল্টবাদীদের মতে 'সমগ্র'কে যতই বিশ্লেষণ করা হয়, ততই তার মূল স্বরূপটি নষ্ট হয়ে যায়। একটা মধুর গানের সুরকে শব্দ যোজনার অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করতে থাকলে তান বা সুরের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। গানটির সমগ্র মাধুর্যই আমাদের আকর্ষণের বিষয়বস্তু। ত্রিভুজের গণ্ডী থেকে সমবাহু ত্রিভুজের অংশগুলিকে আলাদা বা পৃথক করলে তিনটি সরলরেখার আকার লক্ষ্য করা যাবে, তখন আর ত্রিভুজের কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না। গেস্টাল্টবাদীরা তাই মনে করেন আমাদের সার্বিক অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র বস্তুর।

মন্তব্য ঃ গেস্টাল্ট প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে বিরাট কিছু সমালোচনা সেই। তবে এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষণের প্রক্রিয়ায় গেস্টাল্টবাদীরা বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দেন নি। কিন্তু সংশ্লেষণের সঙ্গে বিশ্লেষণও প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আর একটা কথা, উদ্দীপকগুলি তীব্র হলে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করার চেষ্টায় সফলতা আনা কঠিন ব্যাপার। সব চেয়ে বড় সমালোচনা হল, এই মতবাদে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অনুভূতি ও আবেগ (Feeling and emotion) আমাদের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে আলোচনা নেই। তবু প্রত্যক্ষের প্রকৃতিগত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদ-এর অবদান যথেষ্ট। পরবর্তী যুগের মনোবৈজ্ঞানিক সমাজে এই মতবাদ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যক্ষ বলতে কি বোঝ? প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন স্তরগুলির বর্ণনা দাও। (What do you mean by perception ? Analyse perception and describe its different stages)
[*উত্তর-সংকেত ঃ পৃঃ ১৬-১৭*]

(Analyse the nature of Perception)